চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

জনসংযোগ শাখা, চট্টগ্রাম

মোবাইল: ০১৮১৯-৯৩০৪৮৮

তারিখ:০৪.০৩.২০২৬

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

নগরীর উন্নয়নে বাস্তবায়িত হবে ৬০ প্রকল্প: মেয়র ডা. শাহাদাত

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন-এর মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন জানিয়েছেন, নগরীর যোগাযোগ ব্যবস্থার আমূল উন্নয়নে শিগগিরই আরও ৬০টি সড়ক প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হবে। ইতোমধ্যে ৪২টি সড়কের টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়ে কার্যাদেশ প্রদানের অপেক্ষায় রয়েছে এবং আরও ১৮টি সড়কের টেন্ডার প্রক্রিয়া চলমান। এসব প্রকল্প সম্পন্ন হলে চট্টগ্রাম নগরীর দৃশ্যমান পরিবর্তন আসবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

মঙ্গলবার মেয়র ৮ নং শুলকবহর ওয়ার্ড ও ৭ নং পশ্চিম ষোলশহর ওয়ার্ডে প্রকল্পের উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর অনুষ্ঠানে এ তথ্য জানান। টেকনিক্যাল মোড়ে ফুটওভার ব্রিজ ও সড়ক উন্নয়ন ৮ নং শুলকবহর ওয়ার্ডের টেকনিক্যাল মোড়ে ২৬.৪০ মিটার দৈর্ঘ্যের একটি ফুটওভার ব্রিজ নির্মাণ করা হচ্ছে, যার ব্যয় ১ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা। এলাকাটিতে অতীতে একাধিক দুর্ঘটনা ঘটায় পথচারীদের নিরাপদ পারাপার নিশ্চিত করতে এ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এছাড়া টেকনিক্যাল মোড় থেকে মোজাফফর নগর আবাসিক এলাকা পর্যন্ত সড়ক উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ৬৯২০ ফুট রাস্তার কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এ প্রকল্পে ব্যয় হয়েছে ৪ কোটি ৬৩ লক্ষ টাকা। মেয়র জানান, ৮ নং শুলকবহর ওয়ার্ডে ইতোমধ্যে প্রায় ৩৫ কোটি টাকার উন্নয়ন কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ২৭ কোটি টাকা ব্যয়ে ১১টি উপ-প্রকল্পের কাজ চলমান রয়েছে এবং আরও ১৬ কোটি টাকা ব্যয়ে ৩টি উপ-প্রকল্প প্রাক্কলন পর্যায়ে রয়েছে। সমাপ্ত প্রকল্পগুলোর মধ্যে রয়েছে রহমান নগর রোড, কসমোপলিটন রোড ও বাইলেইন, আরাকান হাউজিং সোসাইটি রোড, সিডিএ এভিনিউ রোডের বহরদার মসজিদ থেকে মুরাদপুর পর্যন্ত কার্পেটিং, তোফাজ্জল চৌধুরী বাড়ি সম্মুখ সড়ক, ফরেস্ট গেইট সংলগ্ন পিলখানা রোড, হুরবাগ আবাসিক এলাকা, গ্রীনভিউ হাউজিং সোসাইটি, নাছিরাবাদ গার্লস স্কুল সংলগ্ন সড়ক, আজিজ উল্লাহ হাউজিং সোসাইটি, মোহাম্মদ জামান রোড বাইলেইন, আল ফালাহ হাউজিং সোসাইটি মসজিদ রোড বাইলেইন, আবদুল জলিল প্রাইমারি স্কুল রোড, ওয়াফদা রোড, আল মাদানি বাই-লেইন, হাবিব লেইন, মোজাফফর নগর আবাসিক এলাকা, আব্দুল হান্নান রোড, প্রত্যাশা আবাসিক এলাকা, আরাকান হাউজিং সোসাইটিতে আরসিসি রেলিং নির্মাণ, বাটা গলি সংলগ্ন ড্রেন ও ফুটপাত, রুবি গেইট ইন্ডাস্ট্রিয়াল রোড এবং সুগন্ধা আবাসিক এলাকার আংশিক উন্নয়ন কাজ। পশ্চিম ষোলশহরে সড়ক প্রশস্তকরণ ৭ নং পশ্চিম ষোলশহর ওয়ার্ডে বায়েজিদ থানা সড়ক প্রশস্তকরণ ও ফুটপাত নির্মাণ এবং রৌফাবাদ ও পাহাড়িকা আবাসিক এলাকার সড়ক উন্নয়ন প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন মেয়র। এ প্রকল্পে ৭ কোটি ১৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৪৮০০ ফুট রাস্তার উন্নয়ন করা হবে। এ ওয়ার্ডে ২০ কোটি টাকা ব্যয়ে ৫টি উপ-প্রকল্পের কাজ চলমান রয়েছে এবং প্রায় ৩০ কোটি টাকার কাজ ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। সমাপ্ত কাজের মধ্যে রয়েছে খতিবের হাট এলাকা, ত্রিপুরা খাল সংলগ্ন চানমিয়া সওদাগর রোড, বার্মা কলোনী, হামজারবাগ, হামজা খা বাই-লেইন, পাহাড়িকা আবাসিক এলাকা আংশিক, রংপুর কলোনী, গ্রীনভিউ আবাসিক এলাকা, মোহাম্মদপুর আবাসিক এলাকা, ইসমাইল কলোনী, স্টারশীপ ফ্যাক্টরি সংলগ্ন বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ হাউজিং সোসাইটি, সুন্নিয়া মাদরাসা রোড, শাহজাহান আবাসিক এলাকা, রাজগঞ্জ, হিলভিউ, গাউছিয়া ও শান্তিনগর আবাসিক এলাকা এবং মোহাম্মদনগর আবাসিক এলাকার সড়ক উন্নয়ন।

উদ্বোধন অনুষ্ঠানে মেয়র বলেন, গত ১৬ মাসে দায়িত্ব পালনকালে আমি চট্টগ্রামকে ক্লিন, গ্রীন, হেলদি, সেফ ও স্মার্ট সিটি হিসেবে গঠনের চেষ্টা করেছি। বর্তমানে বড় বড় সড়কের উন্নয়ন কাজ চলমান এবং ৬০টি সড়ক প্রকল্প বাস্তবায়ন হলে চট্টগ্রাম নগরীতে দৃশ্যমান পরিবর্তন আসবে। তিনি সতর্ক করে বলেন, কেউ অবৈধভাবে সড়ক দখল করলে তা বরদাস্ত করা হবে না। সাধারণ মানুষের চলাচলের জন্য ফুটপাত ও রাস্তা উন্মুক্ত রাখতে হবে। ইভনিং মার্কেটসহ বিকল্প ব্যবস্থার মাধ্যমে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের সুযোগ দেওয়া হলেও জনদুর্ভোগ সৃষ্টি করা যাবে না। চাঁদাবাজি ও সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নেওয়ার কথাও পুনর্ব্যক্ত করেন তিনি। মেয়র আরও জানান, মোহাম্মদপুর এলাকায় সংকীর্ণ অংশ বা চিকেন নেক ভেঙে রাস্তা প্রশস্ত করার উদ্যোগ নেওয়া হবে, যাতে যানজট ও জনভোগান্তি কমে। অনুষ্ঠানে চট্টগ্রাম-৮ (বোয়ালখালী-চান্দগাঁও) আসনের সংসদ সদস্য আলহাজ্ব এরশাদ উল্লাহ বলেন, ৭ নং পশ্চিম ষোলশহর ওয়ার্ডে চলমান উন্নয়ন কাজে জনগণের সহযোগিতা চাই। আমরা কোন অবস্থাতে সন্ত্রাস, চাঁদাবাজ, টেন্ডারবাজ এদেরকে প্রশ্রয় দিই না। সন্ত্রাসীরা যত শক্তিশালী হোক না আমরা জবাব দিব। আমরা আপনাদেরকে আহ্বান করব যখনই সন্ত্রাস হবে, কোন ধরনের অসামাজিক কাজ হলে, কোন সমস্যা হবে সেগুলো আমাদেরকে রিপোর্ট করবেন। আমরা সঙ্গে সঙ্গে সরকারিভাবে আইনগত পদক্ষেপ নিব। আমরা আপনাদের সহযোগিতা করতে চাই। আমাদের আইনশৃঙ্খল বাহিনী সজাগ হয়েছে। আমরাও সজাগ রয়েছি। আমরা চাই জনগণ স্বস্তিতে থাকুক। শান্তিতে থাকুক। ভালো থাকুক। এটাই আমাদের প্রত্যাশা। এ সময় উপস্থিত ছিলেন চসিকের প্রধান প্রকৌশলী আনিসুর রহমান, চট্টগ্রাম মহানগর বিএনপির যুগ্ম আহবায়ক

আর ইউ চৌধুরী শাহিন, মহানগর বিএনপির সদস্য ফয়েজ আহমেদ, নির্বাহী প্রকৌশলী রিফাতুল করিম, মেয়রের একান্ত সহকারী জিয়াউর রহমান জিয়া ও বিএনপি'র স্থানীয় নেতৃবৃন্দ।

ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সাম্যের চট্টগ্রাম গড়ে তুলতে চাই: মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন

নগরীর মিউনিসিপ্যাল স্কুলের মাঠে দোল পূর্ণিমা (হোলি) উৎসব উপলক্ষে আয়োজিত বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন বলেছেন, ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সাম্যের চট্টগ্রাম গড়ে তোলাই আমাদের অঙ্গীকার। এমন একটি নগরী গড়ে তুলতে চাই, যেখানে সকল সম্প্রদায়ের মানুষ নিরাপদ, মর্যাদাপূর্ণ ও শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করতে পারে। তিনি বলেন, দোল পূর্ণিমা কেবল একটি ধর্মীয় উৎসব নয়; এটি সম্প্রীতি, ভ্রাতৃত্ব ও ভালোবাসার বার্তা বহন করে। চট্টগ্রাম দীর্ঘদিন ধরে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে আসছে। এই ঐতিহ্য অক্ষুণ্ন রাখতে সবাইকে সম্মিলিতভাবে কাজ করতে হবে। মেয়র আরও বলেন, প্রত্যেক ধর্মই ন্যায়, সততা ও মানবকল্যাণের শিক্ষা দেয়। আমরা যদি নিজ নিজ ধর্মের মানবিক শিক্ষাগুলো বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করি, তবে একটি ন্যায়ভিত্তিক ও সুশৃঙ্খল সমাজ গড়ে তোলা সম্ভব। সন্ত্রাস, সহিংসতা ও উগ্রতা কোনো ধর্মের শিক্ষা নয়—এসবের বিরুদ্ধে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে। তিনি জানান, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন নগরীর সব ধর্মীয় অনুষ্ঠান শান্তিপূর্ণ ও সুশৃঙ্খলভাবে আয়োজনের জন্য প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করে আসছে এবং ভবিষ্যতেও তা অব্যাহত থাকবে। একটি পরিচ্ছন্ন, নিরাপদ ও সাম্যের চট্টগ্রাম গড়তে নগরবাসীর সার্বিক সহযোগিতা কামনা করেন তিনি। অনুষ্ঠানে ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ, সুধীজন ও বিভিন্ন সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠনের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। ভক্তিমূলক সঙ্গীত, আবির উৎসব ও সাংস্কৃতিক পরিবেশনায় দিনব্যাপী উৎসবমুখর পরিবেশের সৃষ্টি হয়।

স্বাক্ষরিত/-

(আজিজ আহমদ)
জনসংযোগ ও প্রটোকল কর্মকর্তা
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন।
মোবাইল-০১৮১৯-৯৩০৪৮৮